গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

বিষয়: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৯৯তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ ও সময়	:	০৭/০৮/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (২৫ বেইলি রোড, রমনা, ঢাকা)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাডভোকেট নিমাই চন্দ্র রায়। তারপর শোকের মাসে ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের নিহত সকল সদস্যের আত্মার শান্তি কামনায় সভায় এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব নিরঞ্জন দেবনাথ এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ০৫.০৬.২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ:

ট্রাস্টের সচিব সভাকে জানান যে, ট্রাস্টের গত ০৫.০৬.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮তম সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তাতে যদি কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না থাকে তবে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ় করা যায়। ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান বলেন, গত সভায় জনৈক রবীন্দ্র নাথ বর্মণ কর্তৃক ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনার কথা আলোচনায় থাকলেও সিদ্ধান্তের কোথাও তা প্রতিফলিত হয়নি। বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা যায়। উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং দৃঢ়করণে অনাপত্তি জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত- ১: ০৫.০৬.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮তম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত-২ কলামে **'ছ) রবীন্দ্রনাথ বর্মণের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়"** কথাগুলো সংযোজনপূর্বক কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হল।

আলোচ্যসূচি-২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন:

ট্রাস্টের সচিব সভায় বাজেট সম্পর্কিত নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন-
(ক) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত আয় এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য আয় নিম্নরূপ:

(অংকসমূহ টাকায়)

ক্রম	বিবরণ	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	মন্তব্য
		প্রস্তাবিত আয়	প্রকৃত আয়	সম্ভাব্য আয়	
০১.	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা ও সংস্থাপন ব্যয় বাবদ প্রাপ্তি	১,১৯,০০,০০০	১,৩৩,২৯,০০০	১,৯০,০০,০০০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সাধারণ মঞ্জুরি, মেরামত মঞ্জুরি ও মূলধন মঞ্জুরি বাবদ

০২.	স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশ	১,১০,০০,০০০	১,১৯,৭০,৭৩৫	১,১০,০০,০০০	স্থায়ী আমানত হতে প্রাপ্য লভ্যাংশ। সুদের হার কমে যাওয়ায় আয় হ্রাস।
০৩.	দুর্গাপূজার অনুদান	১০,০০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্তি
০৪.	মঠ/মন্দির/আশ্রম ও দুস্থ ব্যক্তির অনুদান প্রদানের জন্য	১০,০০,০০,০০০	--	--	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে
০৫.	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য প্রাপ্তি	৫২,০০০	২১,২৫০	৫২,০০০	জাতীয় দিবস উপলক্ষে সরকারি সাহায্য মঞ্জুরি
০৬.	তীর্থযাত্রী হতে প্রাপ্ত	--	১,৫৬,০০০	৫,০০,০০০	
০৭.	পুরাতন অব্যবহায কাগজ/পত্রিকা বিক্রিমূলে প্রাপ্তি	১,০০০	--	১,০০০	
০৮.	জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে ফেরত প্রাপ্ত	--	--	--	
০৯.	পূববর্তী বছরের স্থিতি/সংরক্ষিত	৩২,৩৮,৮০২	৩২,৩৮,৮০২	৪০,৭৮,৪৮৯	
	সর্বমোট =	২২,৬১,৯১,৮০২	৪,৩৭,১৫,৭৮৭	৪,৯৬,৩১,৪৮৯	

(খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য ব্যয় প্রস্তাব:

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	মন্তব্য
		অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	সম্ভাব্য ব্যয়	
০১.	সাধারণ মঞ্জুরি (কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা, সংস্থাপন ব্যয়, কল্যাণ অনুদান ও মেরামত মঞ্জুরি বাবদ প্রাপ্তি	১,১৯,০০,০০০	১,০৯,০১,৫২১	১,৬৫,০০,০০০	সরকারি রাজস্ব হতে বেতন-ভাতা, সরবরাহ সেবা ও মূলধন মঞ্জুরি বাবদ প্রাপ্তি।
০২.	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য ব্যয়	৫২,০০০	২১,২৫০	৫২,০০০	রাজস্ব বরাদ্দ
০৩.	দুর্গাপূজার অনুদান	১০,০০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে।
০৪.	মঠ/মন্দির/আশ্রম ও দুস্থ ব্যক্তির অনুদান	১১,০৪,০০,০০০	১,৩০,০০,০০০	১,২৯,০০,০০০	রাজস্ব বরাদ্দ ও ট্রাস্ট তহবিল
০৫.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদানের জন্য বই ক্রয়	২,০০,০০০	--	--	
০৬.	বোর্ড/ উপকমিটি সভার সম্মানি	৩,৩০,০০০	--	--	
০৭.	চেকে যুগ্ম-স্বাক্ষরকারীর সম্মানি	১৮,০০০	--	--	

ক্রমিক	ব্যয়ের খাত	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	মন্তব্য
		অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	সম্ভাব্য ব্যয়	
০৮.	ট্রাস্টিগণের বোর্ড সভায় উপস্থিতির জন্য ভ্রমণ ভাতা	২,০০,০০০	--	--	
০৯.	তীর্থ দর্শন	২,০০,০০০	৩,১৮,০২৭	৫,০০,০০০	
১০.	বিশেষ চিকিৎসা ভাতা	১,০০,০০০	৫০,০০০	১,০০,০০০	
১১.	দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীর বেতন পরিশোধ	২,০০,০০০	--	--	
১২.	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ব্যয়	৩,০০,০০০	৩,৪০,০০০	৫,০০,০০০	
১৩.	মশিগশি প্রকল্প ৪র্থ পর্যায় (সমাপ্ত) কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ফেরৎযোগ্য অর্থ	২,০০,০০০	৬,৫০০	--	
১৪.	ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত বৃদ্ধির জন্য এফডিআর	২০,০০,০০০	--	৪০,০০,০০০	
১৫.	শেষ স্থিতি	৯১,৮০২	৪০,৭৮,৪৮৯	৭৯,৪৮৯	
সর্বমোট		২২,৬১,৯১,৮০২	৪,৩৭,১৫,৭৮৭	৪,৯৬,৩১,৪৮৯	

ট্রাস্ট সচিব বাজেট উপস্থাপন শেষে সভায় উন্মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানান।

প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মানিত ট্রাস্টি বিপুল বিহারী হালদার সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, গত বাজেট প্রস্তাবে মন্ত্রণালয় হতে ১০,০০,০০০,০০ টাকা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া যায়নি। মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য ৫২,০০০ টাকা বাজেট প্রস্তাবে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ২১,২৫০টাকা পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া, তিনি সারাদেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংখ্যা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দকৃত টাকার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ভাগ করলে একটি পূজা মন্ডপ পায় ৪২০ টাকা। বর্তমান বাজারে এ টাকা খুবই নগণ্য। এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তিনি সভাপতির জোড়ালো হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সম্মানিত ট্রাস্টি প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন বলেন, মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের তাঁর অনুদান তহবিল থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে যে ফর্মের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকেন ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রাস্টিদের মাধ্যমেও অনুরূপভাবে অনুদান বিতরণ করতে পারেন। সম্মানিত ট্রাস্টি রিপন রায় লিপু ও অ্যাড. উজ্জল প্রসাদ কানু তার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. নিমাই চন্দ্র রায় বলেন, মাননীয় মন্ত্রী সামনে নির্বাচন। নৌকায় ভোট চাইতে গেলে কিছু একটা করতেই হবে। আপনি এ ব্যাপারে একটা প্রথা সৃষ্টি করে যান।

সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমাদের অফিসের বাজেট এত ছোট যে আলোচনা লাগে না। নিয়ম যেহেতু তাই অনুমোদন দিতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী আপনি আমাদের অভিভাবক, আপনার ওপরই বর্তায় পরিবর্তন করার। কিছু করবেন সে প্রত্যাশা আমাদের সকলের। ট্রাস্টিগণ আপনার নেতৃত্বে পূজার আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। বঙ্গভবনে সরকারিভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য দুটো অনুষ্ঠান হয় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ট্রাস্টিদের নিয়ে কোন অনুষ্ঠান হয় না। আমরা অন্তত বিজয়া পুনর্মিলনী নামে হলেও একটা অনুষ্ঠান করতে চাই। তাছাড়া, পূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সহায়তা প্রদান করেন তাও বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করব। আশাকরি আমাদের নেত্রী আমাদের অনুরোধ রাখবেন।

সভাপতি উপর্যুক্ত আলোচনার সাথে একমত পোষণ করে বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে সভাকে আশ্বস্ত করেন। বিস্তারিত আলোচেনা শেষে বাজেটের ব্যাপারে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-২: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪,৩৭,১৫,৭৮৭ টাকা আয় ও ব্যয় অনুমোদন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য ৪,৯৬,৩১,৪৮৯ টাকার বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করা হল।

আলোচ্যসূচি-৩: 'সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মালম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা:

ট্রাস্টের সচিব সভাকে অবহতি করেন যে, পূর্বে দাখিলকৃত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ডিও-এর প্রেক্ষিতে ট্রাস্টের গত ০৫.০৬.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ২ (ঙ)-র অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন, 'সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়ন' নামে একটি প্রকল্প DPP প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ট্রাস্টিদের নিকট হতে মন্দিরের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। DPP প্রণয়ন শেষে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান বলেন, DPP প্রণয়ন সমাপ্তির পথে। আশা করা যায় মাননীয় মন্ত্রী হজ্বে যাওয়ার আগেই তা স্বাক্ষর করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত-৩: 'সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়ন' নামক একটি প্রকল্প DPP প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪: বিবিধ:

(ক) মৃত্যু ও অসুস্থতাজনিত কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ ট্রাস্টিদের দায়িত্ব পুনঃবন্টন:

ভাইস-চেয়ারম্যান বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ট্রাস্টি অ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক মারা যাওয়ায় এবং ট্রাস্টের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা অসুস্থাতাজনিত কারণে ICU-তে থাকায় তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলোর স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বজায় রাখার স্বার্থে সাময়িকভাবে হলেও দায়িত্ব পুনঃবণ্টন করা আবশ্যক। সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. স্বপন কুমার রায় এ আলোচনায় অংশ নিয়ে ভাইস-চেয়াম্যানের প্রস্তাব সমর্থন করে উক্ত অঞ্চলে সরকার কর্তৃক ট্রাস্টি নিয়োগ না করা পর্যন্ত ট্রাস্টিদের মধ্যে সাময়িক দায়িত্ব বন্টনের দায়িত্ব ভাইস-চেয়ারম্যানকেই দেবার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন উপস্থিত সকল ট্রাস্টি।

সিদ্ধান্ত-ক): ট্রাস্টি বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা ও অ্যাডভেকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের অঞ্চল ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান বিদ্যমান ট্রাস্টিদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিবেন।

(খ) ফিল্ড অফিসারের পদবি পরিবর্তন:

সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান প্রস্তাব করে বলেন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কার্যালয়ে দুজন কর্মকর্তা রয়েছেন। তন্মধ্যে ফিল্ড অফিসার প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস তার পদবি পরিবর্তন করে উপপরিচালক করার জন্য ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। আমার ব্যক্তিগত মতামতও এ পদবি পরিবর্তন করা আবশ্যক। কারণ আমি নিজেও মনে করি এ পদবিটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে না। তিনি ফিল্ড অফিসার, ট্রাস্টের দ্বিতীয় কর্মকর্তা হওয়ায় তাঁকে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে সভা-সমিতিতে যেতে হয়। তখন পদবির কারণে অনেক সময়ই উপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বিষয়টি আপনারা বিবেচনা করতে পারেন। সকলে তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ট্রাস্টের সচিব বলেন, ট্রাস্টের বিদ্যামান সাংগঠনিক কাঠামোয় উপপরিচালক পদ নেই। ফিল্ড অফিসার পদের নাম পরিবর্তন না পদটিকে আপগ্রেড করে উপপরিচালক করা হবে বিষয়টি পরিস্কার করা আবশ্যক। তখন ভাইস-চেয়ারম্যান পদের নাম পরিবর্তন করার বিষয়টি সভাকে জানান।

সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার বলেন, গত বোর্ড সভায় জনবলের মধ্যে উপপরিচালক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন ফিল্ড অফিসার পদটির নাম পরিবর্তন করে উপপরিচালক করা হলে পরবর্তীতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সভাপতি এ ব্যাপারে ট্রাস্টিদের মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত ট্রাস্টিগণ ফিল্ড অফিসার পদের নাম পরিবর্তন করে উপপরিচালক করা যায় বলে মত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বিষয়টির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত-খ): ফিল্ড অফিসার পদটির নাম পরিবর্তন করে উপপরিচালক করা হল। সচিব পরবর্তী ব্যবস্থা নিবেন।

(গ) মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক:

সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী চন্দন রায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের আচরণগত বিষয় উপস্থাপন করে তাঁদেরকে দায়বদ্ধতার মাঝে আনার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, শ্রী রিপন রায় লিপু, শ্রী স্বপন কুমার রায়, শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য, শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত ও শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা।

সভাপতি সকলের অভিমত জানতে চাইলে ট্রাস্টিগণ প্রস্তাব করেন- মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ট্রাস্টিগণকে সম্মানজনক সম্বোধন করা, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম/ অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় সমন্বয় সাধন ও সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ তাঁদের কাজের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ট্রাস্টিদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ, প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রভৃতির বিষয়ে নিয়ে উপপ্রকল্প পরিচালক জনাব সৌরেন্দ্র নাথ সাহা সভাকে অবহিত করেন। সভায় সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত-গ): মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্মানিত ট্রাস্টিগণকে সম্মানজনক সম্বোধন করা, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম/ অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় ট্রাস্টিদের সাথে সমন্বয় করা এবং প্রকল্পের কাজের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ট্রাস্টিদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি প্রকল্প এ ব্যাপারে পরবর্তী ব্যবস্থা নিবেন।

(ঘ) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কমিটিতে ট্রাস্টিদের অন্তর্ভুক্তকরণ:

সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত বলেন, জেলা পর্যায়ে প্রকল্পের যে জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাতে ট্রাস্টিদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এটা থাকা আবশ্যক। তাঁর এ বক্তব্যের সাথে উপস্থিত সকলে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তিনি ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েও ট্রাস্ট কিংবা ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রকল্পে কখন কাকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তা তিনি জানেন না। তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সেন্ট্রাল নিয়োগ কমিটিতে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং জেলা নিয়োগ কমিটিতে ট্রাস্টিদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। সভাপতি উল্লিখিত বিষয়ে উপস্থিত ট্রাস্টিদের মতামত জানতে চাইলে সকলে এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-ঘ): প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কমিটিতে ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং জেলা নিয়োগ কমিটিতে স্ব-স্ব জেলার ট্রাস্টিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল নিয়োগে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ:

সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী নির্মল পাল বলেন, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে মর্মে শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যক্ষ বিপুল বিহারী হালদার সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রত্যেকেই তাদের প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব ধর্মাবলম্বীদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তিনি আরো বলেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৯ এর উপ-অনুচ্ছেদ-৩ এর (খ) এ উল্লেখ আছে "কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোনো আইন কার্যকর করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবে না।" এজন্য তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে সাধুবাদ জানান, কারণ তাঁরা বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেছেন। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। অন্যান্য ট্রাস্টের মত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভবিষ্যতের নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেন।

সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু বিষয়টি আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, মাননীয় মন্ত্রী বাস্তবতা হচ্ছে, মূল্যবোধ। আপনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী, তাই আপনাকে সব জায়গায় মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় না। কিন্তু আমাদের সহকারী প্রকল্প পরিচালক/ সুপারভাইজারগণ যখন প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে যান তখন তারা মন্দিরে প্রবেশের সময় জুতা পায়েই উঠে পড়েন। শিক্ষক যেহেতু তাঁর অধীন কর্মচারী তাই সে দেখেও কিছু বলতে পারে না। অপরদিকে অভিভাবকগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় যাতে আমাদের সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। আমরা যেহেতু সরকারের প্রতিনিধি সুতরাং সরকারের ভাবমূর্তির বিষয়টা আমাদের দেখা উচিত।

সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. নিমাই চন্দ্র রায় বলেন, হিন্দুদের সংস্কৃতি হল পূজা করা। দ্বারে অতিথি গেলে তাঁরা বরণ করে নেন। বরণের সময় ফুল ও চন্দনের ফোটা দিয়ে থাকেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিছু কিছু সহকারী পরিচালক বা সুপারভাইজারকে ফুল ও চন্দন দিলে তাদের সংস্কৃতির সাথে মিল না খাওয়ায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার সামিল। সুতরাং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিয়োগ নির্দিষ্ট করলেই পারস্পরিক শান্তি ও সহমত বজায় থাকবে।

সভাপতি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এব্যাপারে তারও অভিমত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণেরই নিয়োগ পাওয়া উচিত। তিনি অন্যান্য সকলের মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত ট্রাস্টিগণ এ প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-ঙ): ট্রাস্ট ও ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পে জনবল নিয়োগ দেওয়ার সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবগত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চ) ট্রাস্টের অনুদানের অর্থের সমন্বয় সংক্রান্ত:

ট্রাস্ট সচিব জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অনুদানের অর্থ বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দের আলোকে ট্রাস্টিদের মধ্যে উক্ত অর্থ বিভাজনের প্রেক্ষিতে কোন কোন ট্রাস্টি তাদের নামে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ বিতরণ করেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে সংশোধিত বরাদ্দে অনুদানের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে করা হয় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ফলে কোন কোন ট্রাস্টির প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। যে সকল ট্রাস্টিগণকে সংশোধিত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছে এ অর্থবছরে তা সমন্বয় করে বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত-চ): ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ট্রাস্টিদের অনুকুলে বেশি বরাদ্দকৃত অর্থ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছ) ট্রাস্টের পুরাতন মাইক্রোবাস বিক্রয় সংক্রান্ত:

ট্রাস্ট সচিব জানান, ট্রাস্টের টয়োটা কোম্পানির টাউনেস নামক (ঢাকা মেট্রো-চ-০২-১১৬৬) ১৯৮৭ মডেলের পুরাতন একটি মাইক্রোবাস রয়েছে যা ট্রাস্টের অর্থ দ্বারা ১৯৯২ সালে ক্রয় (রিকন্ডিশন) করা হয়েছিল। ২০০৩ সালে ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত নতুন প্রকল্প হওয়ায় এবং প্রকল্পে নতুন গাড়ি ও পিকআপ থাকায় এবং ট্রাস্টের সচিব ও প্রকল্পের পিডি একই ব্যক্তি হওয়ায়

গাড়িটি দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার ফলে তখন থেকেই গাড়িটি অকোজো হয়ে পড়েছে। গাড়িটি মেকানিককে দেখালে তা চালু করা সম্ভব নয় বলে জানায়। গাড়িটি বর্তমানে বাড়িওয়ালার গ্যারেজে আছে এবং বাড়িওয়ালা বিগত সময়ের জন্য ৩,৪৪,০০০ টাকা বকেয়া গ্যারেজ ভাড়া দাবি করেছে। তবে গ্যারেজটি আগামী ১ মাসের মধ্যে ছেড়ে দিলে তা মাফ করে দিবেন বলে গত ০৯.০৭.২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে জানায়। ইতোমধ্যে ১ মাস সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে গ্যারেজ ছাড়ার জন্য পুনরায় তাড়া দিতে পারে। গাড়িটি বর্তমানে গ্যারেজ ভাড়া দিলে ট্রাস্টের অর্থের অপচয় হবে বলে প্রতীয়মান হয়। ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান গাড়িটি দেখেছেন এবং গাড়িটি বিক্রয়যোগ্য নয় বলে সভাকে জানান। এটা স্ক্র্যাপ হিসেবেও বিক্রয় করা যাবে কি না সন্দেহ রয়েছে। গাড়িটি ট্রাস্টের স্বার্থে ডিসপোজ করা প্রয়োজন বলে ট্রাস্টিগণ জানান।

সিদ্ধান্ত-ছ): ট্রাস্টের অর্থে ক্রয়কৃত টয়োটা কোম্পানির টাউনেস নামক (ঢাকা মেট্রো-চ-০২-১১৬৬) ১৯৮৭ মডেলের পুরাতন মাইক্রোবাসটি বিক্রয় করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বিক্রয়কৃত অর্থ ট্রাস্ট ফান্ডে জমা প্রদান করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্যবিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/০৮/১৮

(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

স্মারক: ১৬.০৫.০০০০.০০৩.০৬.০৮৭.১১-৬৭৭(২৭)

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৪ আগস্ট ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

০১. জনাব সুব্রত পাল, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০২. জনাব/মিস ....., সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৩. যুগ্মসচিব (সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, এসআরএসসিপিএস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৬. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
০৭. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
০৮. ফিল্ড অফিসার (ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
০৯. অফিস/মাস্টার কপি।

১৪/৮/১৮
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

হিন্দুধর্মীয় কল্যাল ট্রাস্টের ০৭/০৮/২০১৮ তারিখের ৯৯তম বোর্ড সভায় সম্মানিত ট্রাস্টিগণের উপস্থিতি।

ক্রমিক	নাম	স্বাক্ষর
০১.	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০২.	শ্রী সুব্রত পাল, মাননীয় ভাইস- চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৩.	বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
০৪.	শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৫.	শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৬.	শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ-ট্রাস্ট।	A
০৭.	শ্রীমতি আশা লতা বৈদ্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৮.	শ্রী অনিল কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
০৯.	শ্রী রিপন রায় (লিপু) সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১০.	শ্রী চন্দন রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১১.	শ্রী স্বপন কুমার রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১২.	শ্রী নিমাই চন্দ্র রায়, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৩.	এ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, সম্মানিত ট্রাস্টি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৪.	শ্রী নির্মল পাল, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৫.	শ্রী শ্যামল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	
১৬.	শ্রী বিপুল বিহারী হারদার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৭.	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৮.	শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
১৯.	শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২১.	শ্রী স্বপন কুমার সরকার, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
২২.	এ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন, সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	A
২৩.	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৪.	প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৫ম-পর্যায়, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। (DPD)	
২৫.	প্রকল্প পরিচালক, এস. আর. এস. সি. পি. এস প্রকল্প, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।	
২৬.	মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	